Special Supplement | Tuesday 22nd May, 2012 | Designed by: Interspeed

بسم الله الرحمن الرحيم

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

07 Jaishtha 1419
21 May 2012

Message

I am pleased to learn that the 1st Special Olympics South Asian 5-A-Side Football Competition 2012' is being held in Bangladesh. I heartily welcome and appreciate the endeavour.

Disable persons both physically or mentally are sons of our soil. They have every right to live and contribute to the nation. It is a matter of pride that our people with intellectual disabilities have been performing tremendously in various events of Special Olympics since 1995. I congratulate and bless them from my core of heart. I think this competition would motivate and bring them to the streamline of development. This is a wonderful opportunity for us to host such an august event like Special Olympics.

I congratulate all the participants from India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal & Bangladesh and wish them a very pleasant stay in Bangladesh.

I wish the 1st Special Olympics South Asian 5-A-Side Football Competition 2012' a success.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Zillur Rahman

স্পেশাল অলিম্পিকস্ বাংলাদেশ

আশরাফ-উদ-দাওলা

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার তিন ভাগ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যাক্তি। সেই হিসাবে বাংলাদেশে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানব সন্তান বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। এদের মেধা সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি। এরা সহজ, সরল এবং সোজা পথের মানুষ। তাই অধিকতর বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যাক্তিরা এই সব অবুঝ সন্তানদের বিভিন্নভাবে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পিতা-মাতা ছাড়া এ জগতে তাদের অসহায়ত্ব দুঃখ, কষ্ট কেউ বুঝে না, বোঝার চেষ্টা করেও না। তাই সমাজে এরা অবহেলিত হয়ে বসবাস করছে। এমনকি কখনো কখনো পিতা-মাতারাও তাদেরকে অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক সন্তানদেরকে বোঝা বলে মনে করেন। কেউ কেউ এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে এবং মানসিক কষ্টে ভোগে। কিন্তু এই অবুঝ শিশুদের ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এবং সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারলে তাদের সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভা বিকাশ প্রকাশ পায়।

আন্তর্জাতিক স্পেশাল অলিম্পিকসের প্রতিষ্ঠাতা ইউনিস কেনেডি স্রাইভার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ছোট বোন রোজমেরী ছিল বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। রোজমেরী সব সময় একা একা বিষন্নভাবে দিন কাটাত। তাকে জীবন স্রোতের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য ইউনিস কেনেডি নানান গবেষণা করেন। তাকে ছবি আঁকতে দেন এবং সঙ্গীতে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। এমনকি সহজভাবে লেখাপড়ার শেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এসব চেষ্টা রোজমেরীকে কিছুইতে আকৃষ্ট করতে পারল না। এবং সামনের দিকে এগোতেও পারলনা। ইউনিস কেনিডির বাড়ীর আঙ্গিনা ছিল বেশ বড় এবং পরিবেশ ছিল মনোরম। তিনি আশেপাশের প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরকে আমন্ত্রণ করে রোজমেরীর সাথে বিভিন্ন খেলাধূলায় লিপ্ত করত। এতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, রোজমেরী খেলাধূলায় বেশি আনন্দ পাচ্ছে এবং ভালভাবে খেলাধূলায় অংশ নিচ্ছে।

এরপর ইউনিস কেনেডি তার বোন রোজমেরীকে খেলাধুলার প্রতি মনোনিবেশ দেখে এবং আর্কষণ দেখে তিনি তার শহরের সকল প্রতিবন্ধী সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার আয়োজন করেন। দেখা গেল প্রায় প্রতিটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সন্তানরা খেলাধূলায় বেশ ভাল করছে। সেই থেকে রোজমেরীকে পুরোদমে খেলাধূলায়মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। আজ রোজমেরীর সেই ছোট্ট ক্রীড়াঙ্গন থেকে আন্তর্জাতিক স্পেশাল অলিম্পিকস্ পরিণত হয়েছে। বিশ্বের সর্বোত্র বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সন্তানদের ক্ষমতায়নের এক দারুন অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে জুলাই মাসে ১ম স্পেশাল অলিম্পিকস্ গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়।

আজকের বিশ্বের ২০০টি দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ ক্রীড়াবিদ (বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এ্যাথলিট) স্পেশাল অলিম্পিকসের পতাকা উড়িয়ে চলেছে।

১৯৯৪ সনের অক্টোবর মাসে স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাভেনে স্পেশাল অলিম্পিকস্ ওয়ার্ল্ড গেমস্ অনুষ্ঠিত হয়। সেই ওয়ার্ল্ড গেমসে স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ টিমের ১৫ জন সদস্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বাংলাদেশের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা এক অসামান্য সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে ৬টি স্বর্ণ (৫টি এ্যাথলেটিকসে এবং ১টি ফুটবলে), ৭টি রৌপ্য এবং ৭টি ব্রোঞ্জ জয় করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেয়। এই স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী/বেসরকারী কোন আর্থিক অনুদান ও সহায়তা পাওয়া যায়নি এমনকি স্পেশাল অলিম্পিকস এর নামটাও বাংলাদেশের কাছে অজানা ছিল। এই স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বিপুল জয় নিয়ে দেশের ফেরার পর কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা বিজয়ী ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা দেন।

১৯৯৯ সনে আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনাতে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে আমাদের ভাল ফল দেখে আন্তর্জাতিক স্পেশাল অলিম্পিকস্ কর্তৃপক্ষ ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫ জন সদস্য থেকে ৩১ জন সদস্য নেওয়ার অনুমতি দেয়। এই বিরাট দল নিয়ে কি করে আমেরিকায় যাওয়া যায় সেই চিন্তায় আমাদের চোখে ছিলনা নিদ্রা। ক্রীড়াবিদদের নিবীড় প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া সামগ্রী এবং পোশাক সামগ্রী কেনার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এই বিষয়ে ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আবেদন করে কোন ফল হয়নি। তারা জানায় তাদের তহবিলে অর্থের সীমাবদ্ধতা। এদিকে আমাদের হাতে সময় ছিল কম একবার মনে হলো এই স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারবো না। তারপরও অনেক সাহস নিয়ে আমরা নিজেদের অর্থায়নে মিরপুর ষ্টেডিয়ামে ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি এবং পুরোদমে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস ডাইরেক্টর জনাব এইচ. এম. মোস্তফা ছিলেন আমাদের স্পোর্টস ডাইরেক্টর। তিনি কয়েকজন দক্ষ প্রশিক্ষক দিয়ে এ্যাথলেটিকস্, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল এবং টেবিল টেনিসে ক্রীড়াবিদগন নিবীড় প্রশিক্ষণ করেছিলেন।

কতটা বেপরোয়া হয়ে আর্থিক অনুদানের জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলাম এবং মাত্র ১০ মিনিটের জন্য সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম। ১৯৯৫ সালের স্পেশাল অলিম্পিকস্ ওয়ার্ল্ড গেমসের সাফল্য তুলে ধরলাম এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অবহেলিত জীবন যাপন সম্পর্কে আলোচনা তিনি মনোযোগের সাথে শুনলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন কত টাকা লাগবে? আমি দম বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে বললাম ৩৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তিনি বলেলেন দেখা যাক কি করতে পারি। এই বলে তিনি উঠে দাড়ালেন। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ২৫ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। পরের দিন সকাল ১০টায় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ফোন পেলাম এবং স্পেশাল অলিম্পিকস্ ওয়ার্ল্ড গেমসে অংশগ্রহণের জন্য প্রধান মন্ত্রী অর্থ বরাদ্দকৃত চেক গ্রহণের জন্য আমাকে ডাকা হল। এরপর আমি প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে ২০ লক্ষ টাকার একটি চেক গ্রহণ করি এবং প্রধান মন্ত্রী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার আদেশ দিলেন। প্রধান মন্ত্রীর দেয়া আর্থিক অনুদান পেয়ে আমরা বড় আস্থা ফিরে পেলাম এবং ৩১জন ক্রীড়াবিদ স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে অংশগ্রহণ করতে পারবে শুনে সকলের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সনে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে অংশগ্রহণ করে আবার অসামান্য সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশের মুখ উজ্জল করেছে। ১৯৯৯ সালে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বিজয়ী ক্রীড়াবিদরা ২৩টি স্বর্ণ ০৯টি রৌপ্য এবং ৬টি ব্রোঞ্জ জয় করে দেশের মাটিতে ফিরে আসে। ১৯৯৯ সালের ২৩টি স্বর্ণ বিজয় ১টি অসামান্য অর্জন এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে তা মাইলফলক হয়ে থাকবে। স্পেশাল অলিম্পিকসবাংলাদেশের বিজয়ী দল দেশে প্রর্তাবর্ধন করলে বিমান বন্দরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ওবায়েদুল কাদের, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মোজাম্মেল হক এবং বিসিবি'র চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরীসহ আরো অনেকে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের সংবর্ধনা দেন এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয়ী দলকে তার অকৃত্রিম ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে ক্রীড়াবিদদের মন সিক্ত করে তোলেন। বিজয়ী দলের প্রতিটি ক্রীড়াবিদকে একটি করে স্বর্ণ পদক উপহার দেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরা যে সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছে আর কারো কাছ থেকে তা পায়নি। স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিরদিন মনে রাখবে।

২০০৩ সালে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমস আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্পেশাল অলিম্পিকস্ বাংলাদেশের ২৩ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল অলিম্পিকস্ ওয়ার্ল্ড গেমসে ১০টি স্বর্ণ, ০৬টি রৌপ্য এবং ০৬টি ব্রোঞ্জ অর্জন করে বাংলাদেশের জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফুটবলে তারা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২০০৭ সালে চীনের সাংহাই শহরে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৪৭ জন ক্রীড়াবিদগন অংশগ্রহণ করে। এই গেমসে ঠিক করা হয় যে, যেহেতু টীম গেমসে একটি স্বর্ণ বললে দলের বাকী ১০ থেকে ১২ জন খেলোয়াড় বিমর্ষ হয়ে যায়। তাই দলে যে কজন খেলোয়াড় থাকবে দলটি জয়যুক্ত হলে প্রতিটি খেলোয়াড়ের স্বর্ণ গণনা করা যাবে। এই স্পেশাল অলিম্পিকস্ ওয়ার্ল্ড গেমসে ৩২টি স্বর্ণ, ১৫টি রৌপ্য এবং ২৪টি ব্রোঞ্জ অর্জন করে বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সাফল্য বয়ে আছে।

তারপর ২০১১ সালের গ্রীসের এথেন্সে স্পেশাল অলিম্পিকস্ ওয়ার্ল্ড সামার গেমসে ৫৬ জন অংশগ্রহণ করে ৩৫টি স্বর্ণ ১৬টি রৌপ্য এবং ০৭টি ব্রোঞ্জ অর্জন করে। যা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। ২০১১ সালে এথেন্সে ওয়ার্ল্ড গেমসে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করলে বিমান বন্দরে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব আহাদ আলী সরকার ক্রীড়া বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, ক্রীড়া সচিব ও সমাজ কল্যাণ সচিব পদক বিজয়ীদের সংবর্ধনা দেন এবং অভিনন্দন দেন। স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশের কর্মকান্ডের সাথে গ্রামীণফোন সম্পৃক্ত হয়ে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা রেখেছে। ২০০৭ ও ২০১১ এর ওয়ার্ল্ড গেমসের প্রস্তুতি এবং অংশগ্রহণের ব্যয় নির্বাহ করে তারা আমাদেরকে কৃতার্থ করেছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের ক্রীড়াবিদরা নৈপুণ্য প্রদর্শন করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে চলেছে। কিন্তু এটা সত্য যে, এ পর্যন্ত তাদের কোন খেলার মাঠ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক সম্ভ্রনদের জন্য একটি আলাদা স্পোর্টস কমপেক্স নির্মান করে দিবেন। এই সুযোগে সরকারের কাছে আমাদের নিবেদন প্রতিটি জেলায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক ক্রীড়াবিদদের জন্য অন্তত একটি মাঠের ব্যবস্থা এবং নিয়মিত চর্চার জন্য সরকারী বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকে।

Various Activities of Special Olympics Bangladesh

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

07 Jaistha 1419
21 May 2012

Message

I am happy to learn that Special Olympics Bangladesh is going to Organize and host South Asia 5-A Side Football Tournament in Dhaka. I welcome the participants and wish their success.

For the first time, Special Olympics International has given an opportunity to Bangladesh to host the 5-A side Football Tournament here. 1 am confident that Special Olympics Bangladesh will make all out efforts to make the tournament a success.

Our government has been providing all possible assistance for the welfare of the physically and mentally challenged people. Bangladesh has earned remarkable successes by winning respectable number of Gold, Silver and Bronze medals in the all World Games of Special Olympics.

I hope the stay of the participating teams in Bangladesh will be enjoyable and memorable.

I wish the Special Olympics South Asia 5-A Side Football Tournament a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

Message

Special Olympics Bangladesh

I am extremely happy to be able to hold this Special Olympic 5-a -side South Asian Football Tournament in Bangladesh from 21st - 24th May 2012.

I am sure this whole event will be tremendous and those of us who will be watching the tournament will surely enjoy every moment - indeed a rare opportunity!

Sports are a powerful way to convey potential and capabilities of people with intellectual disabilities. At the same time it invariably changes attitudes of people regarding disability. Thus I sincerely urge everyone to come and support our special athletes and be a part of the world's one of the largest "Movement"

Movement that serves as an effective tool for community development-bringing people together, changing attitudes and engaging the portion of the community which would otherwise be forgotten.

I also take this opportunity to extend my sincerest thanks to our Prime Minister without her support, love & affection for the disabled children it would not have been possible to achieve so much in Bangladesh Special Olympics movement. We are ever grateful to her.

My thanks to Ministry of Sports & Ministry of Social Welfare for their all round support in our endeavor to improve the lives of the Intellectually disabled children.

Heartfelt thanks to all our Board members, coaches, teachers, parents, sponsors & donors, volunteers & media for making the event a success.

Best wishes,

Dr. Shamim Matin Chowdhury
Chairperson
Special Olympics Bangladesh

Message

Special Olympics
Be a fan

Dear Friends:

On behalf of the global Special Olympics family, thank you for being a fan of our athletes!

You are here today at these Games as an athlete, family member, volunteer, Board, staff, coach, official, or fan. Your role is vital for our movement as you are helping to transform attitudes, create accepting communities, and empower others to share in the amazing experience of Special Olympics.

Together, our movement believes in creating a world where every person, regardless of ability, is accepted and welcomed, and where every individual contributes to the strength and vibrancy of the whole. Sports is a universal language which unites people on and off the playing field, and its lessons are relevant to all of us-families, youth, educators, medical professionals, and governments leaders. As millions of individuals are touched by the Special Olympics movement, traditional barriers of race, ethnicity, education level, social status, religion, and economic background disappear and the human race as a whole prevails.

Your continuing support and participation in Special Olympics is vital for us to make positive change in the world through sport. The extraordinary moments of accomplishment that will take place at these Games are only possible because of our family of devoted fans, for whom we are enormously grateful.

As you enjoy the amazing experience of Special Olympics for the next few days, I encourage every one of you to take your story – your moments of excitement, courage, inspiration, and acceptance – and share them with every person you meet.

Good luck athletes, and let the Games begin!

Best Wishes,

Timothy P. Shriver, Ph.D.
Chairman & CEO

Board of Directors

Dr. Shamim Matin Chowdhury
Chairman

Mr. Ashraf-ud-Dowla
(Founder Chairman)
Director

Mr. Ishaque Bhuiyan
Vice Chairman

Mr. Jowaheerul Islam Mamun
Vice Chairman

Ms. Sonia Imran
Treasurer

Mr. Hafiz Ahmed Majumder MP
Director

Mr. M. Shoeb Chowdhury
Director

Mrs. Saleha Chowdhury
Director

Ms. Quamrun Nahar Dana
Director

Mr. K. U. Aksir
Director

Dr. M. K. Chowdhury
Director

Mr. Anisuzzaman Mandal
Director

Prof. Md. Khairul Islam Khan
Director

Lt Col Md Fakhrul Ahsan, psc
Director

Ms. Mamtaz Sultana
Director

Ms. Shalina Parveen
Director

Mrs. Farida Hai
Director

Md. Faruqul Islam
National Director

Special Olympics is an international programme of year round sports training and Athletic Competition for children and adults with intellectual disabilities.

It began in 1968 when Eunice Kennedy Shriver organized the first International Special Olympic Games at soldier field in Chicago Illinois USA.

The concept was born in the early 1960's when Mrs. Shriver started a day camp for peoples with mental retardation. She saw that people with intellectual disabilities were far more capable in sports and physical activities.

Our Mission:
Is to provide year-round sport training and athletic competition in a variety of Olympic-type sports for individuals with intellectual disabilities by giving them continuing opportunities to develop physical fitness, 'demonstrate courage, experience joy and participate with their families, other Special Olympics athletes and the community.

Our Goal
For all persons with intellectual disabilities to have the chance to became useful and productive citizens who would be accepted and respected in their communities.

The Benefits:
Participation in Special Olympics for people with intellectual disabilities includes improved physical fitness and motor skills, greater self-confidence, more-positive self-image, friendships, and increased family support. Special Olympics athletes' carry these benefits with them into their daily lives at home, in the classroom, on the job, and in the community. Families who participate become stronger as they learn a greater appreciation of their athlete's talents.

Community volunteers find out what good friends the athletes can be. And everyone learns more about the capabilities of people with intellectual disabilities.

Our Belief
Special Olympics believe that competition among those of equal abilities is the best way to test its athlete's skills, measure their progress, and inspire them to grow. Special Olympics believes that its program of sports training and competition helps people with intellectual disabilities become physically fit and grow mentally, socially, and spiritually, Special Olympics believes that consistent training is required to develop sports skills

Performance of the Athletes of Special Olympics Bangladesh

Year	Games Meet	Country	Result
1995	Special Olympics World Games	New Haven, USA	6 Gold, 7 Silver, 7 Bronze
1996	1st Asia-Pacific Special Olympics Games	Shanghai, China	6 Gold, 1 Silver, 9 Bronze
1999	Special Olympics World Game	North Carolina, USA	21 Gold, 9 Silver, 6 Bronze
2003	Special Olympics World Games	Dublin, Ireland	10 Gold, 6 Silver, 6 Bronze
2005	1st Asia-Pacific Special Olympics Bocce Games	Brunei	6 Gold, 6 Silver, 2 Bronze
2006	1st International Cricket Tournament	Mumbai, India	Silver (Runner up)
2007	Special Olympics World Game	Shanghai, China	32 Gold, 15 Silver, 24 Bronze
2008	2nd Special Olympics Asia Pacific Bocce Competition	Brunei	11 Gold, 3 Silver, 1 Bronze
2009	International Asia Pacific Cricket Carnival	Delhi, India	Runner's up
2011	Special Olympics World Games-2011	Athens, Greece	35 Gold, 16 Silver, 07 Bronze

Special Olympics World Games Athens 2011
Result of Special Olympics Bangladesh

Medal Tally

S. N	Sports	Gold	Silver	Bronze
1.	Athletics	7	3	1
2.	Bocce	5	6	1
4.	Table Tennis	5	2	0
4.	Football	16	0	0
5.	Badminton	1	3	2
6.	Swimming	1	2	3
	Total	35	16	7